মেহেরপুরে সাবেক চেয়ারম্যানসহ বিএনপির তিন নেতা কারাগারে

বিস্ফোরক আইনে পুলিশের দায়ের করা মামলায় মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামসহ বিএনপির ৩ নেতাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আজ রবিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ শহিদুুল্লাহ’র আদালতে জামিনের আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন আবেদন না মুঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এরা হলেন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর শহরের খাঁপাড়ার মৃতু শান্ত খাঁ’র ছেলে বিএনপি নেতা আলিফ ও বোসপাড়ার মৃতু জামশেদ আলীর ছেলে রাজন।

এর আগে এই তিন আসামি হাইকোর্ট থেকে ৬ সপ্তাহের অন্তবর্তিকালীন জামিনে ছিলেন।

এই তিন নেতার নামে ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্যাদী আইনের ৪/৫ ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা রয়েছে। মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং জিআর ৩১, তারিখ ২৬/০৫/২০২৩ ইং।

মেহেরপুরে শেখ হাসিনার কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

১৬ জুলাই, গণতন্ত্রের মানষ কন্য শেখ হাসিনার কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (১৬ জুলাই) বিকালে আওয়ামীলীগের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের এই আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের মহিলা বিষায়ক সম্পাদক মোছা: নাছিমা খাতুন, সদর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক সানোয়ার হোসেন,গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক তৌহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক রহমান মতিউর রহমান সহ রুবেল হোসেন, রিয়াদ আজিম, রাশেদুল ইসলাম, শাহিন তানিম,আহার হোসেন, জীবন আকবর, আশিকুর রহমান প্রমূখ।

গাংনীতে দ্রুতগতির মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা; আহত ৩

গাংনী উপজেলার বামন্দী কাজিপুর সড়কের সাহেবনগর তালতলা নামক স্থানে দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁঠাল গাছে ধাক্কা লেগে ৩ কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে।

আহতরা হলেন, কাজিপুর হালসানা পাড়ার শিপন আলীর ছেলে শুভ (১৩), একই এলাকার স্বপন আলীর ছেলে জয় (১৪) এবং নওদাপাড়া গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে হাসিব (১৬)।

আজ রবিবার (১৬ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে সাহেবনগর তালতলা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, এক মোটরসাইকেলে ৩ জন দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁঠাল গাছে ধাক্কা দেয়। ঘটনা স্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শুভকে রাজশাহীতে এবং

স্থানীয় ইউপি সদস্য হেলাল উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে ফেয়ার সমবায় সমিতির নামে ১৫ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে কর্মীরা লাপাত্তা

মেহেরপুরের গাংনীর পোড়াপাড়া গ্রামে অফিস পরিচয় দিয়ে ১৫ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়ে লাপাত্তা কয়েক ব্যক্তি। ফেয়ার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি নাম পরিচয়ে ঋণ দেওয়ার প্রলোভনে এ টাকা হাতিয়ে নেয় অজ্ঞাত কয়েক ব্যক্তি। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় পৃথক দুটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জানা গেছে, গতকাল শনিবার (১৫ জুলাই) আনুষ্ঠানিকভাবে অফিস উদ্বোধন ও ঋণ বিতরণের কথা বলে পোড়াপাড়া গ্রামের একটি বাড়ির সামনে তৈরী করা হয় গেট। অফিসে রাখা হয় ডেকোরেশন থেকে আনা কয়েকটি টেবিল। তার উপরে কয়েকটি খালি ফাইল, রেজিস্ট্রার ও ফাইল বক্স। বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত সমিতির কর্মকর্তা পরিচয় দেওয়া ব্যক্তিরা এলাকায় থাকলেও সন্ধ্যার পর থেকে তাদের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

জানা গেছে, গাড়াডোব পোড়াপাড়া গ্রামের কথিত কবিরাজ শাবানা ওরফে পানসির বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা বলে আস্তানা গাড়ে চার ব্যক্তি। যারা নিজেদেরকে ফেয়ার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির কর্মকর্তা পরিচয় দেন। বাড়ি ভাড়ার চুক্তিনামা করার আলোচনার মধ্য দিয়ে কেটে যায় কয়েকদিন। এ ফাঁকে তারা গাড়াডোব, আলমপুর, শ্যামপুর ও সাহারবাটিসহ বিভিন্ন গ্রামে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে থাকেন। এক লাখ টাকা ঋণের বিপরিতে সঞ্চয় জমা করতে হবে ১২ হাজর টাকা। এমন শর্তে ওই গ্রামগুলোর অসংখ্য মানুষ অজানা-অচেনা মানুষগুলোর হাতে তুলে দেয় টাকা। এলাকার মানুষের মৌখিক হিসেবে এ টাকার পরিমাণ ১৫ লক্ষাধিক বলে জানা গেছে।

টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ফাঁদে পড়া উল্লেখ গাড়ডোব গ্রামের জলিবিল পাড়ার আলমগীর হোসেন বলেন, বুধবার (১২ জুলাই) আমাদের পাড়ায় এক ব্যক্তি গিয়ে ওই সমবায় সমিতির পরিচয় দিয়ে ঋণ দেওয়ার প্রলোভন দেয়। পানসি কবিরাজের বাড়িতে ১০ লাখ টাকা সিকিউরিটি দিয়ে তারা অফিস নিয়েছেন বলে জানায় আমাদের। ঋণ পাওয়ার জন্য আমরা লাখ প্রতি সাড়ে ১১ হাজার করে টাকা দেই।

একই অভিযোগ করে গাড়াডোব জলিবিল পাড়ার আরেক ভুক্তভোগী সবজি ব্যবসায়ী বকুল হোসেন জানান, বৃহস্পতিবার রাত থেকে সমিতির লোকের মোবাইল ফোন বন্ধ পেয়ে শুক্রবার সকালে পানসি কবিরাজের বাড়িতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখি একটি গেট তৈরী করা হয়েছে। তবে অফিসের কাউকে পাওয়া যায়নি।

পরিচয় নিশ্চিত আর জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া কিভাবে ঘর ভাড়া দিলেন জানতে চাইলে পানসি কবিরাজ বলেন, চার জন লোক বুধবারে (১২ জুলাই) আমার বাড়িতে এসে ঘর ভাড়া নেওয়ার আলোচনা করে। কাগজপত্র এবং তাদের ছবিসহ ঘরভাড়া চুক্তিনামা করতে বলে তারা শনিবার (১৫ জুলাই) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সব সম্পন্ন করবে মর্মে আশস্থ করে। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার তারা আমার ঘরে ডেকেরেশন থেকে চেয়ার টেবিল নিয়ে এসে ঘরে রাখে। ডেকোরেশনের লোকজন বাড়ির প্রবেশ মুখে গেট করে দেয়। এর পর থেকে তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে ভুক্তভোগীরা সাধ্যমত চেষ্টা করেও ওই সমবায় সমিতির কর্মকর্তা পরিচয় দেওয়া ব্যক্তিদের হদিস পাচ্ছেন না। পরে শনিবার আলমপুরের এক ভুক্তভোগী মেহেরপুর সদর থানায় এবং গাড়াডোব গ্রামের এক ভুক্তভোগী গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিষটি তদন্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে পেশাদার দুই ছাগল চোর

আটক

কখনো ইজিবাইক নিয়ে, কখনো মোটরসাইকেলে চড়ে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন এলাকায় ছাগল চুরি তাদের পেশা। দুজনেই প্যান্ট পরে ছাগল বিক্রি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হয়েছেন পেশাদার দুই ছাগল চোর। ছাগল চোরদের স্থানীয় জনতা আটক করে তুলে দিলেন পুলিশে।

আটক দুই চোর হলেন গাংনী উপজেলার রামদেবপুর গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে পারভেজ হোসেন (২০) ও একই গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে রনি আহম্মেদ (২৫)।

আজ রবিবার (১৬ জুলাই) সকালের দিকে এই দুই পেশাদার ছাগল চোর একটি ছাগল বিক্রি করতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়ে। পরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, প্যান্ট পরে এই দুই চোর একটি ছাগল খাঁসমহল গ্রামে বিক্রি করতে যায়। তাদের দুজনের প্যান্ট পরা দেখে সন্দেহ হয়। তাদের বিভিন্নভাবে জেরা করার এক পর্যায়ে চুরি করা ছাগল বলে স্বীকার করে। পরে তাদের দুজনকে আমাদের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা। তাদের দুজনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে মামলা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

আফ্রিকাতে নিহত শফিকুলের মরদেহ গাংনীতে পৌছেছে

দক্ষিণ আফ্রিকাতে নিহত গাংনী উপজেলার কাষ্টদহ গ্রামের শফিকুল ইসলামের (৪৫)মরদেহ আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৮ টার সময় নিজ গ্রামে এসে পৌছেছে।

শফিকুল ইসলাম কাষ্টদহ গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে।

শফিকুল ইসলাম ১৩ বছর কাতারে থাকার পর বাড়ি ফিরে আসেন। এর পর আবারো দক্ষিণ আফ্রিকাতে যান। সেখানে প্রায় ১২ বছর অবস্থান

করছেন।

নিহত শফিকুল ইসলামের বোন জানান, দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু সন্ত্রাসীদের সাথে গ্যানজাম হওয়ার কারনে তাকে গলাই তার জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে বলে শুনেছি। গত ৯ জুলাই এই ঘটনা ঘটে। মরদেহ আসার পর আমরাও দেখেছি তার গলায় তার জড়ানো দাগ রয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-১৩ আসামি

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ ও নিয়মিত মামলার ১ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৩ ও অন্যান্যা মামলায় ২ জন এবং মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাতভর জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (১৬ জুলাই) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে যুবদল ও ছাত্রদলের লিফলেট বিতরণ

“দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও” এখনই সময়, জেগে ওঠো তরুণ, হাতে হাত রাখো, তোমার তারুণ্যদীপ্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হোক, গণতন্ত্র মুক্তির শ্লোগান এই স্লোগানকে সামনে রেখে দেশ বাঁচাতে ১৭ জুলাই খুলনা মহানগরীতে তারুণ্যের সমাবেশ সফল করতে লিফলেট বিতরণ করেছেন মুজিবনগর উপজেলা জাতীয়তাবাদী যুবদল।

শনিবার বিকেলে দারিয়াপুর বাজারে উপজেলা জাতীয়তাবাদী যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান এবং সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে এই লিফলেট বিতরণ করা হয়। এ সময় জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহদী হাসান রোকনসহ উপজেলা যে যুবদলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে দুপুর ১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেদারগঞ্জ বাজারে খুলনা মহানগরীতে তারুণ্যের সমাবেশ সফল করতে লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক মিনহাজ আহমেদ প্রিন্স, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হোসেন, সেক্রেটারি আলমগীর হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক আকিব জাভেদ সেনজির, সদস্য সচিব আফিরুল ইসলাম সহ ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ

উদ্ধার

মেহেরপর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামে ঘরের আড়ায় ঝুলন্ত আরিফুর রহমান ওরফে টুকুল (৩২) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আরিফুর রহমান আশরাফপুর গ্রামের বিলপাড়ার হাফেজ উদ্দীনের ছেলে। সে পেশায় রঙমিস্ত্রি।

আজ শনিবার (১৫ জুলাই) দুপুরের দিকে তার নিজ ঘরের আড়া থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

তিনি জানান, ঘরের আড়ার সাথে আরিফুর রহমানের মরদেহটি ঝুলতে দেখে স্থানীয় সাহেবপুর পুলিশ ক্যাম্পে খবর দিলে পুলিশ গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। পরে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা সে আত্মহত্যা করেছে।

মেহেরপুর তাঁতীপাড়ায় সীমানা নির্ধারণী নিয়ম না মেনে বাড়ি নির্মাণ করার অভিযোগ

সীমানা নির্ধারণী নিয়ম না মেনে বাড়ি নির্মান করার অভিযোগ উঠেছে এনামুল হক নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এঘটনায় আদালতে মামলা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রতিবেশী দাউদ হোসেন। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়া এলাকায়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, দাউদ হোসেন ও এনামুল হক একে অপরের প্রতিবেশী। এনামুল হক পৌরসভার নিয়ম না মেনে মাত্র এক ফিট ফেলে

রেখে বাড়ি নির্মাণ শুরু করেছে। নিচে তলায় এক ফিট ফেলে রাখলেও দ্বোতালায় গিয়ে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে বাড়ির ওয়াল। ফলে তার জলকরও প্রতিবেশী দাউদ হোসেনের ঘরের উপর পড়বে। এক ফিট ফেলে রাখার বিষয়ে উভয়ের মধ্যে লিখিত থাকলেও সেটিও মানেনি এনামুল হক। দ্বিতীয় তলার ঘর গাঁথার সময় দাউদ হোসেন বাঁধা দিলেও জোর করে ঘরের দেওয়াল গেঁথে নেন তিনি।

এব্যাপারে দাউদ হোসেন বলেন, ঘর করার সময় আমি তাকে নিষেধ করলেও সে মানেনি। পুলিশ নিয়ে এসে আমাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে সে ঘর তৈরী করে। এঘটনায় আমি আদালতে মামলা করবো।

এদিকে অভিযুক্ত এনামুল হক বলেন, আমি যখন ঘর গাঁথি তখন সে বাঁধা দেইনি। তাই আমি ঘর গেঁথে নিয়েছি। নিচ তলায় গাঁথার সময় ১ ফিট ফেলে রাখলেন দোতালায় গিয়ে সেটা পুরুন করে নিলেন কেনো ? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন উপরে থাকার ঘর করছি। এজন্য ওই টুকু পুরুণ করেছি।

প্রতিবেশীরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এনামুল হক একজন ফ্যাসাদে মানুষ। সে সরকারি কোনো নিয়ম কানুন মানতে নারাজ। সে বাড়ি বানিয়েছে কোনো নিয়ম কানুন মানেননি।